প্রথম আলো

তারিখ 18 NOV 2006
পৃষ্ঠা 20 কলাম 7

শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ বিরক্ত হতাশ

শিশুরা প্রশ্ন করেছে, পরামর্শ দিয়েছে

মানুষের কথা

শিশির মোড়ল, আশা নাজনীন, শতদল সরকার

গতকাল শুক্রবার ছুটির দিনেও রামিশার স্কুল খোলা ছিল, ক্লাস হয়েছে। 'আমরা কী দোষ করেছি যে শুক্রবারেও ঘুমাতে পারব না, বেড়াতে যেতে পারব না?' রাগে ফেটে পড়ে ঢাকার ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী রামিশা রায়হানা।

এ প্রতিবেদককে রামিশা পাল্টা প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা খালামণি ওই লোক দুটোর কি ছেলেমেয়ে নাই? তারা কি স্কুলে পড়ে না? ছুটির দিনে যে কারও স্কুলে যেতে ভালো লাগে না এটা কি ওরা বোঝে না? ওরা কি স্কুলে পড়েনি?' একটু পরে বোঝা গেল সে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল এবং বিএনপির মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার কথা বলছে।

টানা রাজনৈতিক গোলযোগে লেখাপড়ার ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য গতকাল রাজধানীর অনেক স্কুলই খোলা ছিল। পরীক্ষাও হয়েছে।

ছুটির দিনে ক্লাস করতে বা পরীক্ষা দিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী অনন্যা রহমানের অবশ্য কোনো সমস্যা নেই। শুধু নাচের স্কুলে যাওয়াটা তার বন্ধ থাকবে। তারপরও শুক্রবারের নিয়ম ভেঙে স্কুলে এসে খেলার সুযোগ পেয়ে সে মহা খুশি।

তবে ওয়াইডব্লিউসিএ স্কুলের খুদে শিক্ষার্থী অনন্যা বলে, 'গোলমাল ভালো লাগে না। দুটো পরীক্ষা বাতিল হয়েছে। আর আম্মুর স্কুলে যেতে খুব সমস্যা হয়। আমরা খুব দুশ্চিন্তায় থাকি।' অনন্যার মা বুড়িগঙ্গার ওপারে সরকারি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। যাকে প্রতিদিনই স্কুলে যেতে হয়।

অনন্যা বলে, সে জানে সামনে নির্বাচন তাই দেশের প্রধান দুটো দল 'বিশৃঙ্খলা' করছে। সে আরও বলে, দেশের সমস্ত ক্ষমতা তার হাতে থাকলে দুটো দলের লোকদের এক জায়গায় ডেকে বলত 'তোমরা যা ইচ্ছা করো, তবে বাচ্চারা যেন স্কুলে যেতে পারে। মানুষের যেন কষ্ট না হয়।'

টিভিতে প্রতিদিন দুজন ভয় দেখায়: ছোট্ট রামিশা টিভি দেখে, বড়দের কথাবার্তা শোনে, গুছিয়ে পাকা কথাও বলতে পারে। তার আগের কথার জের ধরে, হাত-পা নেড়ে সে বলে, 'টিভিতে রোজই দুজন লোক ভয় দেখায়। একজন বলে দেশ অচল করে দেব, আরেকজন বলে আমরাও দেখে নেব। ওরা এত বড় হয়েও কেন এত গণ্ডগোল করে? ওদের কারণেই তো আমাদের স্কুল ছুটিতেও খোলা থাকছে!'

'আচ্ছা আন্টি, আমরা কি জানুয়ারি মাসে ক্লাস টুতে উঠতে পারব না?'—বেলা ১১টার দিকে স্কুল ছুটি হলে হুড়মুড় করে বের হওয়ার পরেই এই প্রশ্ন ছিল অনেকের। ভিকারুননিসা স্কুলের ধানমন্ডি শাখায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ছে রাফা। সে এগিয়ে এসে যোগ করে, 'এভাবে ছুটির দিনে স্কুল করেছি দেখে অন্য দিন যে খেলতে পারব, তা না। আম্মু

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৩

শিশুরা প্রশ্ন করেছে, পরামর্শ দিয়েছে

শেষ পৃষ্ঠার পর

বলবে পড়ো, পড়ো, সামনে পরীক্ষা। আমার লেখাপড়া করতেই এখন বিরক্ত লাগছে।'

তবে পড়াশোনার ক্ষতি পুষিয়ে যাচ্ছে বলে স্কুলে এসে বেশ খুশিই ছিল প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী ফারিহা মোবাশ্বেরা। তার ভাষায়, 'এর আগে চার দিন স্কুলে আসিনি। সবকিছুতে পিছিয়ে পড়েছি। আম্মু বলেছে, ছুটির দিনগুলোতে স্কুলে গেলেই বাকি পড়াগুলো শেষ হয়ে যাবে।'

এক দিনে চার পরীক্ষা: মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র রায়হান আহমেদ জয় খুবই দুশ্চিন্তায় আছে, তাকে এক দিনে চারটি পরীক্ষা দিতে হবে জেনে। তবে কার কী করা উচিত সে বিষয়টা তার কাছে পরিষ্কার।

রায়হান বলে, 'আমি প্রধান নির্বাচন কমিশনার হলে অবশ্যই পদত্যাগ করতাম। আর ১৪ দলের নেতা হলে দিনরাত এমন কর্মসূচি দিতাম আজিজ সাহেবের পদত্যাগ না করে উপায় থাকত না। তবে আমি এমন কিছু করতাম না যাতে ছাত্রদের এক দিনে চারটে পরীক্ষা দিতে হয়।'

রায়হান নিশ্চিত যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ আজিজ পত্রপত্রিকা পড়েন না এবং স্যাটেলাইট চ্যানেল দেখেন না। 'দেখলে তিনি অবশ্যই পদত্যাগ করতেন,' বলে রায়হান। আর রাজনীতিকদের সঙ্গে দেখা হলে রায়হান বলতে চায় ভবিষ্যতের জন্য তাঁরা একেবারেই কোনো আদর্শ রাখছেন না।

রায়হান বলে, 'অবস্থা খুবই খারাপ। বাসার পাশের মাঠে খেলতে যেতে দেয় না আব্বু-আম্মু। ভয় দেখায়, দুই পক্ষের গোলমালের মধ্যে পড়তে পারি, আবার পুলিশেও ধরে নিয়ে যেতে পারে।'

সিগমা সাদিক পুরান ঢাকার আর কে মিশন রোডের কামরুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে দশম শ্রেণীতে পড়ে। সে বলে, আমার অবস্থা এখন খুব খারাপ, রোজ দুটো করে পরীক্ষা দিচ্ছি। অবরোধে স্কুল বন্ধ না থাকলে এবং রোজ একটা করে পরীক্ষা হলে আমার সব পরীক্ষা ভালো হতো।' একটু থেমে সিগমা বলে, প্রধান নির্বাচন কমিশনারের জন্য এই সমস্যা। তাঁর চলে যাওয়া উচিত।

নাসিবা আম্রি সানবীম ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের 'এ' লেভেলের ছাত্রী। তিনি পুরোপুরি হতাশ—'কখন ক্লাস করতে হবে, কখন কলেজে আসতে হবে তা আগেভাগে জানার কোনো উপায় নেই। সিলেবাস শেষ হচ্ছে না। প্রাইভেট টিউটরের কাছে যাওয়া যাচ্ছে না। অথচ সামনে পরীক্ষা।'

'আমি এই দেশে থাকব না': ভিকারুননিসা স্কুলের ধানমন্ডি শাখায় অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী রেবেকা নূর। সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোতে তার মনে খুব তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে। সে বলে, 'সেদিন টিভিতে দেখলাম রাস্তার ওপরে একটি মানুষ ছিটকে পড়ে আছে— রক্তাক্ত। আমি ভাবছি, ওর ছেলেমেয়ের কী হবে? এভাবে যে কাউকে রাষ্ট্র চাইলেই মেরে ফেলতে পারে? এখানে জীবনের কোনো মূল্য নেই। আমি এই দেশে থাকব না।'

নাফিসা রশ্মি পড়ছে এ স্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে। সে বলে, 'রাষ্ট্রপতিকে দেখেই আমার মায়া লাগে। উনি এত বৃদ্ধ! কী করে দেশ চালাবেন? আমাদের ক্লাসের মেয়েরা বলেছে, তাঁর বদলে আমরা শিশুরা মিলেই তো ভালো দেশ চালাতে পারতাম। আমার মনে হচ্ছে, সবার টানাহেঁচড়ায় উনি খুব শিগগির আবার অসুস্থ হয়ে পড়বেন!'

ইংরেজি মাধ্যমের কলেজ পর্যায়ের ছাত্রী নাসিবা আম্রি ভেবেচিন্তে পরামর্শ দেন, 'যারা আন্দোলন করছে তাদের উচিত আজিজ সাহেবকে অবরোধ করে ফেলা। বাড়িতে আটকে থাকলেই তিনি অকেজো হয়ে যাবেন।'